সুন্দরবনের ক্ষতিগ্রস্থ নদীবাঁধ এলাকা ঘুরে দেখলেন মথুরাপুরের তৃণমূল প্রার্থী বাপি হালদার

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৭মে ঃ সন্দরবনের ওপর দিয়ে শনিবার রাতে আঘাত করে বাংলাদেশের দিকে চলে গেছে রেমেল ঘূর্ণিঝড়।আর রেমেল ওকোটালের জেরে সুন্দরবনের একাধিক এলাকায় .নদীবাঁধ দুর্বল হয়ে পড়ছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।আর সোমবার সুন্দরবনের সেই সব দুর্বল নদী বাঁধ গুলি ঘুরে দেখেছেন মথুরাপুরের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বাপী হালদার। এদিন রায়দীঘি ও সাগর এলাকার সেই সব নদীবাঁধ ঘুরে দেখার পর বাপি হালদার বলেন,বারবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বলা সত্ত্বেও নদী বাঁধ সারানোর জন্য কোনও টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে না। বার বার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করলেও তাঁরা কোনও কর্ণপাত করেনি। আজ যখন ঝড় চলছে তখন যারা বড় বড় কথা বলছিল তাদের কারও দেখা পাওয়া যাবে না। তিনি এদিন এও জানান,আমফানের সময় উপকূলীয় এলাকার মানুষের পাশে তিনি ছুটে গিয়েছিলেন। ইয়াসেও ছিলেন। আর এই ঝড়েও আছেন।আমি একজন প্রার্থী হিসেবে নয়, সুন্দরবনের মানুষ হিসাবে মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকারের চূড়ান্ত গাফিলতির কারনে সু ন্দরবনে এত বছরেও পাকা বাঁধ তৈরি হলো না। এদিন নদী বাঁধ তীরবর্তী মানুষদের সাথে কথা ও বলেন বাপি। তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি। এদিন এই নদী বাঁধ পরিদর্শনের সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন রায়দিঘির বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা,জেলা পরিষদের সদস্য মাধবী হালদার পুরকাইত সহ আরো অনেকে।

মোদীর সভামঞ্চ প্রস্তুতিতে বেগ

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২৭ মে ঃ মঙ্গলবার ২৮ মে অশোকনগরে সভা করতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সপ্তম দফার আগে শেষবারের জন্য রাজ্যের প্রচারে আসছেন তিনি। তবে, রিমেল ঝ।রে কারণে মোদীর সভামঞ্চ প্রস্তুতিতে বেগ পেতে হচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় রিমেল স্থলভাগে আছড়ে পড়ার মাঝেই, দুর্যোগ ও বৃষ্টি মাথায় করেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রাত জেগে চলেছে কাজ। অশোকনগরে একদিকে তৈরি হচ্ছে হেলিপ্যাড, অন্যদিকে চলছে সভা মঞ্চ তৈরির কাজ। আর মাত্র কয়েক ঘন্টার অপেক্ষা। তারপরেই প্রায় ৩৭ বছর পর দেশের প্রধানমন্ত্রী আবারও পা রাখবেন অশোকনগরে। ইতিমধ্যেই অশোকনগর হরিপুর ময়দানে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে সভাস্থল তৈরির কাজ, তবে বাধা হযে .দাঁড়িয়েছে বৃষ্টি ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। ইতিমধ্যেই মাঠেও জমেছে জল। সব বাধা অতিক্রম করেই বর্ষাতি পড়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন কর্মীরা।

শেওড়াফুলি লাইনে চরম বিপত্তি, বন্ধ লোকাল ট্রেন, স্তব্ধ জিটি রোড

দুরন্ত বার্তা,হাওড়া, ২৭ মে ঃ রাতভর দাপট চলেছে ঘূর্ণিঝড় রেমাল-এর। রাত কাটলেও থামেনি বৃষ্টি। ফলে, রীতিমতো সমস্যায় পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা। দক্ষিণ থেকে উত্তর, রাজ্যের সর্বত্র রয়েছে বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া সাইক্লোনের প্রভাব। একাধিক লাইনে লোকাল ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। রেলের তরফে আগেই বেশ কিছু ট্রেন বাতিল করা হয়েছিল। পরে ঝড়ের প্রভাবে আরও বেশি কিছু লাইনে পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। সোমবার দুপুরে বন্ধ হয়ে যায় শেওড়াফুলি-তারকেশ্বর লাইনের ট্রেন চলাচল। এই লাইনে ট্রেন বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, স্তব্ধ হয়ে যায় জি টি রোডও। জানা গিয়েছে, রেমালের জেরে ঝড় হওয়ায় নসিবপুর স্টেশনের কাছে একটি বাঁশগাছ হেলে পড়ে। ট্রেনের ওভারহেড তারে ঠেকে যায় সেটি। সেই কারণে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দিতে হয়। দুপুরের পর থেকে দীর্ঘ সময় আপ লাইনে কোনও ট্রেন এগোতে পারে নি। শেওড়াফুলি চার নম্বর রেল গেটে দাঁড়িয়ে থাকে একটি আপ লাইনের ট্রেন। ফলে গেট খোলা যায় নি। এর জন্য শেওড়াফুলিতে জিটি রোড স্তব্ধ যায়। কতক্ষণে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসবে, তা বুঝতে না পেরে রেল যাত্রী থেকে পথচলতি মানুষ ব্রিান্ত হয়ে পড়ে। ডাউন লাইনে ট্রেন চলে স্বাভাবিক গতিতে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান ট্রেনের কর্মীরা। আগাম পূর্বাভাস পেয়েই একাধিক ট্রেন বাতিল করা হয়। পরে রেমাল-এর ধাক্কা সামলে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় ট্রেন চলাচল শুর হয় সোমবার সকালে। শিয়ালদা ও হাওড়া থেকে একে একে সব লোকার ট্রেন ছাড়তে শুরু করে। তবে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় বাতিল করা হয় একাধিক ট্রেন। ডায়মন্ড হারবার, নামখানা, ক্যানিং, বজবজ, হাসনাবাদ, মাঝেরহাট- হাসনাবাদ , বনগাঁ সহ একাধিক লাইনে ৪৬টি ট্রেন বাতিল করা হয়।

হাসনাবাদের বরুনহাটে ইছামতি নদীবাঁধে ধস,এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা,দ্রুত চলছে মেরামতির কাজ।হাসনাবাদের বরুনহাট পূর্ব রাজবংশী পাড়া এলাকায় নদীর বাঁধে ধস। আমপান,ইয়াসের স্মৃতি উৎসকে ফের আরো এক মে মাসেই বাংলায় আছড়ে পড়ল ঘূর্ণিঝড় রেমাল।রেমালের প্রভাবে আজ সকাল থেকেই ঝোড়ো হাওয়া বইছে দক্ষিনবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা সহ নদী কুলবর্তী এলাকা গুলিতে।হাসনাবাদ,হিঙ্গলগঞ্জে বইছে ঝোড়ো হাওয়া, বাড়ছে নদীর জলস্তর ও।তারই মধ্যে নদী বাঁধ ধসে গিয়েছে বরুণহাট এলাকায়। ইরিগেশন দপ্তরের তৎপরতায় দ্রুত চলছে বাঁধ মেরামতের কাজ।

পরিষেবা অবতরণে সমস্যা, ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিমান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মে ঃ পরিষেবা চালু হওয়ার পরেও বিমান অবতরণে সমস্যা। খারাপ আবহাওয়ার জন্য সমস্যা, খবর কলকাতা বিমানবঃদর সূত্রে। উড়ান ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে অন্য বিমানবন্দরে। তবে কলকাতা বিমানবঃদর থেকে বিমান আকাশে উড়তে সমস্যা হচ্ছে না। সোমবার সকালে আবহাওয়ার উন্নতি হওয়ায় বিমান চলাচল চালুর সিদ্ধান্ত নেন কলকাতা বিমানবঃদর কর্তৃপক্ষ। সকাল ৯টা থেকে পরিষেবা চালুর কথা থাকলেও পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগেই সেই পরিষেবা চালু করেন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু বেলা গড়াতেই আবহাওয়ার অবনতি শুরু হতে করে। বিমানবন্দরের যে 'ডিপার্চার'-র যে জায়গা রয়েছে, সেখানে দাঁড়ালেই ঝোড়ো হাওয়ার দাপট টের পাওয়া যায়। মূলত এই কারণেই কলকাতাগামী বিমানগুলি অন্য বিমানবন্দরে ঘুরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিলোমিটার বেগে হাওয়া চলে দুপুরেও, সঙ্গে বৃষ্টি। সব মিলিয়ে কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণে তুমুল সমস্যা হয়। অন্তত ৫টি বিমান অন্য বিমানবন্দরে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও জানা যায়। তবে 'ডিপার্চার'-এ যে বিমানগুলি রয়েছে, তাতে কোনও সমস্যার কথা এখনও জানা যায়নি। ফলে বিমান ছাড়া নিয়ে এখনও কোনও ঘোষণা নেই কর্তৃপক্ষের তরফে। শুধু অবতরণের ক্ষেত্রে এই সমস্যা জানাচ্ছেন তাঁরা। কিন্তু কখন পুরোপুরি স্বাভাবিক হবে বিমান পরিষেবা? দুপুরেও স্পষ্ট নয়।

শ্রদ্ধেয় ও পূজ্য ভবার আদরের সারথি আচার্য ডঃ গোপাল ক্ষেত্রীর ৮০ তম শুভ জন্মদিনে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত বাউল সম্রাট পূর্ণদাস বাউল, বাচিক শিল্পী শ্রী জগন্নাথ বসু ও উর্মি মালা বসু, নিত্যানন্দ প্রভুর বংশধর রাজরাজেশ্বরী মা ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবগ । ভবার গান বাণী ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হলো গোপাল ক্ষেত্রীর শুভ জন্মদিন। ডঃ ক্ষেত্রী বলেন এটা একটা জন্মদিন নিছক ' এটা মিলনের উৎসব । ভবার ভাবকে বিনিময় করা ও আগামী দিনে বিভিন্ন জায়গায় ভবার সসঙ্গ পরিচালনা করার লক্ষ্যই হলো এই মিলন উৎসব । শেষে কেক কাটা হয় এবং সকলকে প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়। পাইকপাড়া মোহিত মঞ্চে। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন শ্রী শশী ক্ষেত্রী । ছবি সুবল সাহা।

ঘোষণামতই পরীক্ষা পিছোলো প্রেসিডেন্সি ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মে ঃ সোমবার একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। এ ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছিল। তবে ঘূর্ণিঝড় রেমাল এর জেরে ঝুঁকি এড়াতে ঘোষণামতই পরীক্ষা পিছিয়ে দিল প্রেসিডেন্সি ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। রবিবারই বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সংশ্লিষ্ট দুটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একথা জানিয়েছে। সোমবার প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তরের দ্বিতীয় সিমেস্টারের একাধিক পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে সোমবার পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। ঘূর্ণিঝড় রেমাল এর আগমন ঘিরে রাজ্য প্রশাসন কড়া সতর্কবার্তা জারি করেছিল। ঝুঁকি এড়াতে বাতিল করা হয় একাধিক ট্রেন। ফলে দুর্যোগের কথা ভেবেই বিপদ এড়াতে পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দেবজ্যোতি কোনার জানিয়েছেন, পড়ুয়াদের কথা বিবেচনা করে সোমবারের পরীক্ষাগুলি ১৮ জুন নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল অ্যাডমিশন কমিটির চেয়ারপার্সেন অধ্যাপক কেকা সরকার জানিয়েছেন, উপাচার্য অধ্যাপক অমলেন্দু ভূঁইয়ার সম্মতিক্রমে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে পরীক্ষা বাতিলের কথা জানানো হয়েছে। পরীক্ষাগুলি কবে নেওয়া হবে তা পরে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হবে।

রেমালের প্রভাবে হুগলি জেলার জনজীবন বিপর্যস্ত চাষেও ক্ষতির আশঙ্কা

দুরন্ত বার্তা, শিয়াখালা, হুগলি। ২৭ মে ঃ ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাবে হুগলি জেলার জনজীবন বিপর্যস্ত। গতকাল রাত থেকে একটানা বৃষ্টি সঙ্গে প্রবল ঝড়ে মানুষ ঘরবন্দী হয়ে পড়ে। সকাল থেকে বৃষ্টির দাপট ক্রমশ বাড়লে রাস্তাঘাট জনশূন্য হয়ে পড়ে, যানবাহন না থাকায় জরুরী কাজে যেতে গিয়ে মানুষ আটকে পড়েন। প্রায় অঘোষিত বন্ধের চেহারা নেয়। সপ্তাহের প্রথম কাজের দিন হলেও অফিসগুলিতে কর্মীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম ছিল। জানা গেছে এই ব্যাপক ঝড় জলের দরুন ভদ্রেশ্বরের তেলেনি পাড়ার একটি পুরনো বাড়ির উপর গাছ পড়লে বাড়িটি ভেঙে গিয়ে পাশের প্রতিবেশীর বাড়ির উপর পড়ায় ওই বাড়ির এক মহিলা আহত হন। পরে পৌর প্রধান প্রলয় চক্রবর্তী স্থানীয় থানার ওসি ও আইসি ঘটনাস্থলে আসেন, পৌরকর্মীরা গাছ এবং ভাঙ্গা বাড়ি সরানোর কাজে হাত লাগান। অন্যদিকে আরামবাগ সিঙ্গুর চন্ডীতলা জাঙ্গিপাড়া ফুরফুরা শিয়াখালা প্রভৃতি এলাকায় রেমালের প্রভাবে অধিকাংশ দোকান বাজার বন্ধ ছিল রাস্তাঘাট ফাঁকা যানবাহনও খুব কম চলতে দেখা গেছে, ঝড়ের দাপটে অনেক জায়গায় গাছ ও পড়ে যায়। এদিকে ঝড়ের দাপটে শেওড়াফুলি তারকেশ্বরের আপ লাইনে নসিবপুর এর কাছে ওভারহেড তারের উপর বাঁশ গাছের ডগলা পরলে পাওয়ার ব্লক হওয়ার কারণে চার নম্বর রেলগেট এর উপর ট্রেন দাঁড়িয়ে যায়,ফলে জি টি রোড অবরোধ হয়ে পড়ে মানুষের ভোগান্তি চরমে ওঠে। পরে রেল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় পুনরায় ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। এদিকে রেমালের প্রভাবে হুগলির গ্রামাঞ্চলে চাষের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। হুগলির হরিপাল ব্লকের ইলিপুর গ্রামের চাষী, জয়দেব ঘোষ জানান তিনি তিন বিঘা তিল চাষ করেছেন এই জল এবং ঝড়ে তিলগাছ পড়ে গিয়ে এবং গোড়া পচে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সিঙ্গুর ব্লকের বাসুবাটীর শ্রীরামপুর গ্রামের প্রগতিশীল চাষী এবং সাংবাদিক অনন্ত সাঁতরার তিল জমিতে জল দাঁড়িয়ে যাওয়ার কারণে তিল গাছ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তথা শ্রীপতিপুর ইলিপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সঞ্জয় ধাড়া জানান এই ঝড় জলের প্রভাবে ঢেঁড়স চাষ ছাড়া সমস্ত চাষেরই কমবেশি ক্ষতি হবে। তিনি আজ সারাদিন গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে বসে এলাকায় রেমানের প্রভাব সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন।

সাগরের মৌসুনি দ্বীপে মৃত বৃদ্ধার বাড়িতে গেলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৭মে ঃ রেমাল ঘূর্ণিঝড়ে সাগরে মৃত এক বৃদ্ধার বাড়িতে সোমবার ছুটে গেলেন মথুরাপুরের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদার। রেমালের প্রভাবে ঘূর্ণিঝড়ে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে গাছ, সাগরের মৌসুনি দ্বীপে ঘূর্ণিঝড়ে মৃত্যু ঘটে এক বৃদ্ধার। ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাবে সাগরের মৌসুনি দ্বীপে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকালে বাড়িতে খাওয়ার সময় তাঁর মাথায় গাছ ভেঙে পড়ে। ঘরে বসেই ওই বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। ঝড়ের কারণে রবিবার রাত থেকেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ অংশে দুর্যোগ শুরু হয়েছে। ভেঙে পড়েছে একাধিক গাছ। জলের তোড়ে ভেঙেছে সুন্দরবনের গোসাবা, কুলতলি, রায়দীঘি, সাগরের একাধিক বাঁধও।সাগরের মৌসুনি দ্বীপে রবিবার রাত থেকে চলছে ঝড়ের তাণ্ডব। মৌসুনি দ্বীপের বাগডাঙা এলাকার বাসিন্দা রেণুকা মণ্ডল (৮০) সোমবার সকালে তিনি ঘরের ভিতর খেতে বসেছিলেন। ওই সময়ে ঘরে আর কেউ ছিলেন না। আচমকা ঝড়ের প্রভাবে পাশের একটি বড় গাছের ডাল ভেঙে পড়ে। রেণুকার ঘরের অ্যাসবেসটসের চালের উপর পড়ে ওই ডালটি। তাতে চাল ভেঙে যায়। চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান ঐ বৃদ্ধা।সোমবার এ প্রসঙ্গে সাগরের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন, ‘রান্নাঘরে খেতে বসেছিলেন। ঝোড়ো হাওয়াতে ওঁর বাড়ির লাগোয়া একটি বড় গাছ অ্যাসবেসটসের চালের উপর পড়ে। অ্যাসবেস্টস ভেঙে বৃদ্ধা চাপা পড়েন এবং মারা যান। এ ছাড়া, ঝড়ে বহু মাটির বাড়ি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। বাসিন্দাদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে নিরাপদ স্থানে। দুর্গতদের কাছে খাবার পাঠানোর বদোবস্তও করা হয়েছে।’’ঘূর্ণিঝড় রেমাল রবিবার রাতে আছড়ে পড়েছে সাগর দ্বীপ এবং বাংলাদেশের খেপুপাড়ার মধ্যবর্তী মোংলার কাছে। বর্তমানে তা শক্তি হারিয়ে সাধারণ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে। সকাল থেকেই ঝোড়ো হাওয়া চলছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন উপকূলবর্তী এলাকায়।সোমবার এই মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পরে সদূর রায়দীঘি থেকে সাগরের মৌসুনি দ্বীপের বাগডাঙা গ্রামে চলে যান মথুরাপুরের তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদার।

রেমালের জের, কলকাতা-মুম্বই বিমান ভাড়া ৭৯ হাজার টাকা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মে ঃ রেমালের চোখরাঙানির জেরে কলকাতা বিমানবন্দরে ২১ ঘণ্টা বিমান পরিষেবা বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করা হয়। তার আগে অনেকেই নিজের গন্তব্যে পৌঁছতে বিমানের টিকিট কাটার চেষ্টা করেন। জানা গেছে, রবিবার তেমনই এক যাত্রী শেষ মুহূর্তে কলকাতা থেকে মুম্বইয়ের টিকিট বুক করতে গিয়ে দেখেন, কলকাতা থেকে মুম্বই যাওয়ার টিকিটের দাম দাঁড়িয়েছে ৭৯ হাজার টাকা। তাও কলকাতা থেকে মুম্বইয়ের সরাসরি বিমান নয়। তাঁকে প্রথমে চেন্নাই গিয়ে, সেখান থেকে মুম্বই পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে একটি বিমান সংস্থা। প্রসঙ্গত, টানা ২১ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর সোমবার কলকাতা বিমানবন্দরে চালু হয়েছে বিমান পরিষেবা। সোমবার প্রথমে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে পোর্ট ব্লেয়ারের উদ্দেশ্যে ছাড়ে একটি বিমান। আর এদিন কলকাতায় প্রথম নামে গুয়াহাটি থেকে আসা একটি বিমান। তবে পরিষেবা চালু হলেও তা পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে কিছুটা সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন কলকাতা বিমানবন্দরের এক আধিকারিক।

ঘূর্ণিঝড়ে লাডশেডিং এর সুযোগ নিয়ে হাওড়ার দাসনগরে কালীমন্দিরে চুরি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৭ মে ঃ হাওড়ার দাসনগর থানা এলাকার বালিটিকুরি কালীতলায় রবিবার রাতে একটি কালীমন্দিরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে। 'রেমাল' ঘূর্ণিঝ।রে আতঙ্কে যখন সব মানুষই ঘরবন্দি সেই সুযোগেই মায়ের সমস্ত গয়না নিয়ে চম্পট দেয় চোরের দল। মন্দিরের পুরোহিত জানান মন্দিরে সিসিটিভি ক্যামেরা থাকলেও তা লোডশেডিং এর জন্য বন্ধ ছিল। আর সেই সুযোগেই মন্দিরের সাতটি তালা ভেঙে মায়ের গলার সোনার হার, কানের দুল, জিভ সহ দুই ভরি সোনার গহনা ও ছয় ভরি রুপোর গহনা এবং প্রণামী বাক্সে থাকা প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে চোরেরা পালিয়ে যায়। মন্দির কমিটির সদস্য বাবলু হালদার বলেন, মন্দিরের চুরির ঘটনায় সন্দেহ করার মতো কেউ নেই। এই নিয়ে মন্দিরে তৃতীয়বার চুরি হলো। এদিন সকালে পুরোহিত এসে দেখেন মন্দিরের তালাগুলি ভাঙা। ৭টি তালা ভেঙে চুরি করে নিয়ে যায় চোরেরা।মন্দিরটি অলিখিতভাবে প্রায় ১০০ বছরের পুরনো। মন্দিরের প্রণামীর বাক্স থেকে নগদ প্রায় ৪০ হাজার টাকা, মায়ের হার, জিভ চোখ, সোনার টিপ, গলার সোনার হার নিয়ে যায় চোরেরা। চুরির ঘটনার সময় লোডশেডিং এর জন্য সিসিটিভি বন্ধ ছিল। সেই কারণে চোরেদের সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত শুরু করেছে। মন্দিরের পূজারী স্বর্ণ চক্রবর্তী জানান, প্রতিদিনের মতো রবিবার রাতেও তিনি মন্দির বন্ধ করেছিলেন। বেরনোর সময় অন্যান্য দিনের মতো এদিনও সব তালা দিয়েছেন কিনা তা পরীক্ষা করে যান। সোমবার সকালে এসে দেখেন গেটের তালা সব ভাঙা। এই ঘটনার পর এদিন আর মন্দিরে যাননি। থানায় খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে।

'রেমাল' এর তাণ্ডব হাওড়াতেও,অতি ভারী বৃষ্টিতে জলমগ্ন বহু ওয়ার্ড, স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৭ মে ঃ 'রেমাল' এর তাণ্ডব হাওড়াতেও। অতি ভারী বৃষ্টিতে জলমগ্ন হাওড়ার বহু ওয়ার্ড। স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত। 'রেমাল' এর প্রভাবে রবিবার থেকে লাগাতার অতি ভারী বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন হয়ে পড়লো হাওড়ার বিভিন্ন এলাকা। চার্চ রোডের কেলভিন কোর্টের রেলওয়ে আবাসন জলমগ্ন। সেখানকার অবস্থা এতটাই দুর্বিষহ যে জলমগ্ন অবস্থায় গৃহবঃদী হয়ে পড়েছেন সেখানকার বেশ কিছু পরিবার। সোমবার সকালে জলমগ্ন পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ান এলাকার প্রাক্তন জনপ্রতিনিধি শৈলেশ রাই। এদের হাতে ফল, কেক সহ শুকনো খাবার তুলে দেন তিনি। শৈলেশ বাবু জানান, ঘূর্ণিঝড়ের জন্য এদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাবার কথা বললেও এরা ঘর ছেড়ে কেউ যেতে চাননি। মেট্রোর জন্যই জমে রয়েছে জল। এখন আমরা সকলে মিলেই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার চেষ্টা করছি। এদিন সকালে হাওড়ার জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শন করেন পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী। তিনি প্রাক্তন কাউন্সিলর শৈলেশ রাইকে সঙ্গে নিয়ে কেলভিন কোর্ট এলাকা পরিদর্শন করেন। সুজয় বাবু বলেন, অতি ভারী বৃষ্টির কারণে শহরের বেশ কিছু এলাকায় জল জমে রয়েছে। তবে এখন ভরা জোয়ারের জন্য লকগেট সব বন্ধ রয়েছে। লকগেটগুলি দুপুরের পরে খোলা হলে জল অনেকটাই নেমে যাবে। শহরে ৬৫টা জলের পাম্প চলছে। ১১টি ফিক্সড পাম্প হাউস খোলা রয়েছে। সবরকমভাবে জল নামানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। হাওড়ার চার্চ রোডের কেলভিন কোর্টে বেশ কিছু পরিবার জলমগ্ন অবস্থায় রয়েছেন। এদের পানীয় জলের পাউচ পাঠানো হয়েছে। যেসব এলাকায় পানীয় জলের কল জলের তলায় রয়েছে সেখানে গাড়ি পাঠিয়ে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এদিকে, 'রেমাল' এর তাণ্ডবে রাতভর ভারী বৃষ্টিতে হাওড়ার বালি পুরসভার ১৬টি ওয়ার্ড জলমগ্ন। দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। ঘূর্ণিঝড় 'রেমাল' এর প্রভাবে অবিরাম বৃষ্টিতে জলমগ্ন সবকটি ওয়ার্ড। বেশ কিছু জায়গায় গাছ পড়েও বিপত্তি ঘটেছে। বিদ্যুতের খুঁটিও উপড়ে যাবার ঘটনা ঘটেছে। প্রবল ঝড়ে হাওড়ার রামরাজাতলার হাওড়া উসবের মেলার গেট ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলেও জানা গেছে। শহরের বেশ কিছু এলাকায় গাছ ভেঙে বিপত্তি ঘটে। ভেঙেছে বিদ্যুতের খুঁটিও।

কলকাতার সি আর অ্যাভিনিউ সহ একাধিক জায়গায় গাছ ভেঙে পড়ে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মে ঃ স্ট্যান্ড রোড, কাঁকুড়গাছি, এমজি রোড, সি আর অ্যাভিনিউ সহ একাধিক জায়গায় গাছ ভেঙে পাড়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে। এমনকি এলাকাগুলিতে ও জল জমার সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই মুহূর্তে কর্পোরেশনের তরফ থেকে গাছগুলি সরানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবে আপাতত এই রাস্তাগুলিতে বন্ধ রযেছে গান চলাচল। যে কারণে এই এলাকার সংলগ্ন রোডগুলিতে সামান্য ট্রাফিক জ্যাম দেখা যাচ্ছে। তবে যেহেতু ঝড় বৃষ্টির কারণে একাধিক সরকারি বাস বাতিল করা হযেছে , যে কারণে অন্যান্য দিনের থেকে রাস্তায় আজ যান চলাচলের সংখ্যাটা কম তাই একাধিক রাস্তা বন্ধ করা হলেও শহরে সেভাবে ট্রাফিক পরিস্থিতি নজরে আসছে না। যে যে রাস্তা গুলি বন্ধ করা হযেছে সেই রাস্তাগুলিতে যান চলাচল বন্ধ করা হলেও অন্যান্য রাস্তা দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে পাবলিক ট্রান্সপোর্টগুলিকে। কোথাও যানচট্টর সমস্যা হলেও সেই জায়গাগুলো দ্রুত রিকভারি চেষ্টা করছে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ। সব জায়গাতেই চলছে কড়া নজরদারি। একদিকে যেমন কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে বং কলকাতা পৌরসভার তরফ থেকে ভেঙে পড়া গাছগুলি সরানোর কাজ চলছে অন্যদিকে যেখানে যেখানে জল জমেছে। সেই জায়গাগুলিকে পাম্পের মাধ্যমে জল দ্রুত নিকাশেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

সুন্দরবনের রায়দীঘিতে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালেন কান্তি গাঙ্গুলি

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৭মে ঃ নিজের রাজনৈতিক পরিচয়কে দূরে ঠেলে আবার দূর্যোগে মানুষের পাশে এসে দাঁ।ালেন রাজ্যের প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি। তিনি ঝড়ের আগেই শুক্রবার রায়দীঘিতে গিয়ে পৌছান। তিনি দলাদলি ভুলে একজোট হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। সুন্দরবনের মানুষজন জানেন, 'ঝড়ের আগে কান্তি আসে'। সাগরে 'ফুঁসছে' সাইক্লোন রিমেলে। সুন্দরবনের মানুষদের সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রশাসনিক তপরতা তুঙ্গে। রবিবার সকাল সকাল মণি নদী সংলগ্ন এলাকা ঘুরে দেখেছেন কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়। সোমবার ও ক্ষতি গ্রস্থ একাধিক এলাকায় গেলেন কান্তি তাঁর সাধ্যমত সাহায্য নিয়ে।তিনি দল-মত নির্বিশেষে এই সময় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ডাক দিলেন আবার। প্রবল বৃষ্টিতে চারিদিক সাদা। দোসর আবার ঝোড়ো হাওয়া। দূরপানে দৃষ্টি যাচ্ছে না খুব একটা। সাইক্লোন 'রিমেল' আছড়ে পড়ার প।েই সোমবার সাধারণ মানুষের পাশে থাকতে এগিয়ে এলেন কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়। বাদাবনের মানুষ গুলোর কাছে তিনি আজও পরম আত্মীয়।লোকে বলে,'ঝড়ের আগে কান্তি আসে'।আয়লা হোক, বুলবুল হোক বা আমফান, প্রবীণ সিপিএম নেতা কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় ছুটে গিয়েছেন সুন্দরবনে। করোনার সময়ও ভাইরাসের হাত থেকে এলাকাবাসীকে রক্ষা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল 'কান্তি বুড়োর বাহিনী'। বাম জমানাতে তিনি সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী ছিলেন।এরপর পালাবদল হয়েছে। বাংলার লাল দাপট ' ফিকে', দাবি রাজনৈতিক মহলের। কান্তি এখন আর বিধায়ক বা মন্ত্রী নন। কিন্তু, খুচখাচ সমস্যাতেও দৌড়ে যান সুন্দরবনে। রবিবার রাতে সাগর দ্বীপ এবং বাংলাদেশের খেপুপাড়ার কাছে আছড়ে পড়ে সাইক্লোন ' বৃষ্টি চলছে সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া সোমবার সকাল থেকেই।বাংলায় এখনও এক দফায় ভোট বাকি। কিন্তু,নির্বাচনী অঙ্ক না কষে সকলের একজোট হয়ে এখন সুন্দরবনের মানুষের পাশে দাঁড়ানো উচিত, বার্তা কান্তির। সুন্দরবন বাসীর কাছে তাঁর আবেদন, ' জলটা ধরে রাখুন যাতে পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। বাঁধ ভেঙে নোনা জল ঢুকে গেলে পানীয় জলের একটা সংকট তৈরি হতে পারে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি।'তিনি সোমবার রায়দীঘির একাধিক এলাকায় যান। দূর্দশা গ্রস্থ মানুষের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।সাহায্য তুলে দেন। পাশাপাশি সোমবার ঘূর্ণিঝড় রেমালএর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ও ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদার ও রায়দীঘির বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা।ওনারা এদিন এলাকার মানুষ যাহাতে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে পারে তাহার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করার জন্য দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দেন। রায়দিঘির বিভিন্ন নদীমাতৃক এলাকা সহ নালুয়া,,লালপুর এলাকায় কৃষ্ণচন্দ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক চন্দন কুমার মাইতির সহযোগিতায় কিছু ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ও বিধায়ক। এ দিন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদার বলেন,ভোটের আগে বলে নয় সারাবছর মানুষের পাশেথাকি। আর সুন্দরবনবাসী হিসাবে ওদের পাশে এসে দাঁড়াতে এসেছি।এটা নিয়ে এই সময় কোনো রাজনীতি করতে চাই না।

আরডিবি রিয়েলটি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড
CIN: L১৬০০৩WB২০০৬PLC১১০০৩৯
রেজিঃঅফিস বিকানের বিল্ডিং, ৮১, লাল বাজার স্ট্রিট, ১ম তলার রুম নং- ১০ কলকাতা-৭০০০০১,
ফোন নম্বর-(০৩৩) ৪৪৫০০৫০০, ফ্যাক্সঃ০৩৩-২২৪২০৫৮৮
ইমেইল আইডিঃsecretarialrdbindia.comওয়েবসাইটঃwww.rdbindia.com

ত্রৈমাসিকের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস এবং বছর শেষ হয়েছে ৩১শে মার্চ, ২০২৪

(লাখ টাকায়)

বিশেষ	একত্রিত		
	কোয়ার্টার শেষ ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	বছর শেষ ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	কোয়ার্টার শেষ ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
অপারেশন থেকে মোট আয় (নেট)	৬৪৫৭.০৭	১১৮৫৮.৩৩	৭২৫২.৪০
ট্যাক্স এবং ব্যতিক্রমী আইটেম আগে নীট লাভ	১১৬১.০০	২১৭৫.৪৮	৯২০.৭৮
ব্যতিক্রমী আইটেমগুলির পরে করের আগে নেট লাভ	১১৬১.০০	৭৫.৪৮	২০.৭৮
করের পরে নিট লাভক্ষতি	১২০০.২৩	২০৬২.০১	৭৭৬.৮৮
সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় (করের পরে সময়ের জন্য মুনাফা এবং ট্যাক্সের পরে অন্যান্য ব্যাপক আয়)	১২০০.০৭	২০৮২.৬৯	৭৭৫.৪৩
পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন অভিহিত মূল্য টাকা ১০- প্রতি শেয়ার)	১৭২৮.৩৪	১৭২৮.৩৪	১৭২৮.৩৪
রিজার্ভ (আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো হয়েছে)	১৬১৫৫.৮০ (পর্যন্ত ৩১০৩২৪)	১৬১৫৫.৮০ (পর্যন্ত ৩১০৩২৪)	১৫১২৫.৪৪ (পর্যন্ত ৩১০৩২৩)
সময়ের জন্য শেয়ার প্রতি মৌলিক এবং পাতলা আয়	৬.৭১	১১.৩৮	৪.৪৯

মন্তব্য ঃ ১.(ক) উপরোক্ত ফলাফলগুলি ২৭ মে, ২০২৪ তারিখে অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছিল এবং ২৭ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল
(খ) মূল স্বতন্ত্র আর্থিক তথ্য

বিশেষ	কোয়ার্টার শেষ ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	বছর শেষ ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	কোয়ার্টার শেষ ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
মোট আয়	৪৬৮২.৬৫	৯৫৪৮.০২	৫২৬৩.২০
করের আগে নিট লাভক্ষতি	৩৪.৮৫	৫২২.৫৬	৬৭.১৫
করের পরে নিট লাভক্ষতি	২৮.৬৪	৩৮৬.৩৪	৬১.১১

২. উপরেরটি সেবি(লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন,২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস এখানে উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.rdbindia.com)।

বোর্ডের পক্ষে এবং পক্ষে
সাক্ষর
রাজীব কুমার
ডিনঃ ০৭০০৩৬৮৬

স্থানঃ কলকাতা
তারিখ-২৭।০৫।২০২৪